গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিচালকের কার্যালয়
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর-১৭০১
www.sca.gov.bd

নং-১২.৮০৬.০২২.০১.০০.০১৮.২০১১.২০৭৬(২৫) তারিখ ঃ ২০/১০/২০১৫ খ্রিঃ

সম্মানিত সদস্যগণের সদয় অবগতি ও কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য গত ১৪/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরী কমিটি এর ৮১ তম সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হলো ।

সংযুক্ত : ১১ পৃষ্ঠা।

(মোঃ সোলায়মান আলী)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
ফোন ঃ ৯২৬৩৫১২
ই-মেইলঃ dir@sca.gov. bd

বিতরণঃ (জেষ্ঠ্যতার ক্রমানুসারে নয়)

১।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা -১২১৫।	সভাপতি
২।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।	সদস্য
৩।	বিভাগীয় প্রধান, কৌলিতত্ত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান,কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, সালনা, গাজীপুর।	সদস্য
৪।	পরিচালক, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঈশ্বরদী, পাবনা।	সদস্য
৫।	পরিচালক (সরেজমিন) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ী, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৬।	পরিচালক (কৃষি) বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
৭।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৮।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, গাজীপুর-১৭০১।	সদস্য
৯।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১০।	মহাব্যবস্থাপব (বীজ), বিএডিসি, কৃষিভবন, ৪৯-৫১, দিলকুশা বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০।	সদস্য
১১।	পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ।	সদস্য
১২।	প্রধান বীজ তত্ত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা -১০০০।	সদস্য
১৩।	কটন এগ্রোনামিষ্ট, তূলা গবেষণা প্রশিক্ষণ ও বীজ বর্ধন খামার, শ্রীপুর, গাজীপুর।	সদস্য
১৪।	সভাপতি বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ১৪৫ ছিদ্দিক বাজার ১ম ফ্লোর, সিটি ষ্টেইট এনএ, জীপ কোড, ১০০০, ঢাকা।	সদস্য
১৫।	জনাব ফজলুল হক সরকার (হান্নান), কৃষক প্রতিনিধি, ৫/৩ এ মনিপুরী পাড়া, ঢাকা-১২১৫।	সদস্য
১৬।	---------- ।	

অবগতি ও সদয় কার্যার্থে অনুলিপিঃ

মহা-পরিচালক, বীজ উইং ও সদস্য সচিব, জাতীয় বীজ বোর্ড, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা-১০০০।

Forwarding TCM Meting Copy-75

কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৮১ তম সভার কার্যবিবরণী

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ৮১ তম সভা ১৪ অক্টোবর, ২০১৫ দুপুর ২.৩০ ঘটিকায় ডঃ আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসি'র ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । সভাপতি মহোদয় সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কাজ শুরু করার জন্য জনাব মোঃ সোলায়মান আলী, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী ও সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড, গাজীপুরকে অনুরোধ জানান। পরিচালক মহোদয় অত্র দপ্তরের উপপরিচালক (ভেরাইটি টেস্টিং),জনাব মোঃ মেহের আলী, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুরকে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার অনুরোধ জানান। সভায় উপস্থিত সদস্য, কর্মকর্তা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণের তালিকা পরিশিষ্ট "ক" এ দেয়া হলো।

আলোচ্য বিষয় ১: কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০ তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন ।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮০ তম সভা ১৮ আগষ্ট, ২০১৫ সকাল ১০.০০ ঘটিকায় ডঃ আবুল কালাম আযাদ, নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি ও চেয়ারম্যান, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে বিএআরসির ১নং সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয় । উক্ত সভার কার্যবিবরণী বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর ২০/০৮/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১৪৭৫(২০) সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে কমিটির সকল সদস্যের নিকট বিতরণ করা হয়। কোন সদস্যের নিকট থেকে কোন মন্তব্য বা মতামত না পাওয়ায় অদ্যকার সভায় ঐক্যমতের ভিত্তিতে কার্যবিবরণী পরিসমর্থনের পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন ।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোড এর্র ৮০তম সভার কার্যবিবরণীটি সর্ব সম্মতিক্রমে পরিসমর্থিত হলো।

আলোচ্য বিষয় ২ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ১২টি (বার)জাত ছাড়করণ। এগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাবিত ২টি জাত (ক) ৯.১১২, (খ) ৯.১২৫, বিদেশ থেকে আমদানীকৃত খাবার আলু গুনাগুন সম্পন্ন ৬টি জাত গ) Flamenco, ঘ) Folva, ঙ) Gorgina/Georgina, চ) Kufri Jyoti, ছ) Pamela, জ) Rosagold, প্রক্রিয়াজাতকরণ গুনাগুন সম্পন্ন আলুর ৪টি জাত ঝ) Atlantic, ঞ) Crips 4 all, ট) Destiny এবং ঠ) Dolly যথাক্রমে বারি আলু-৬২, বারি আলু-৬৩, বারি আলু-৬৪, বারি আলু-৬৫, বারি আলু-৬৬, বারি আলু-৬৭, বারি আলু-৬৮, বারি আলু-৬৯, বারি আলু-৭০, বারি আলু-৭১, বারি আলু-৭২ ও বারি আলু -৭৩ হিসেবে ছাড়করণ।

উপপরিচালক (ভেরাইটি টেস্টিং),জনাব মোঃ মেহের আলী,বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর, কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ১২(বার)টি জাতের মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক প্রদত্ত ফলাফল এবং এসসিএ কন্ট্রোল ফার্ম থেকে প্রাপ্ত ডিইউএস(DUS) ফলাফল পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সমস্ত সদস্যবৃন্দের সামনে নিম্ন ছকে উপস্থাপন করেন।

ক্রঃনং	প্রস্তাবিত জাত/ লাইনের নাম	উৎস	মুল কোম্পানী এবং স্থানীয় কোম্পানী	জীবন-কাল	গড় ফলন টন/হেঃ	পোকামাকড় ও রোগবালাই	বিশেষ বৈশিষ্ট্য	মাঠ মূল্যায়ন দলের মতামত পক্ষে/ বিপক্ষে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৯.১১২	বারি এর নিজস্ব	টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর	৯৫	৪৩.৬	CS, ,CW সামান্য, PLRV 11.6%	খাবার আলু	৫টি পক্ষে ১টি বিপক্ষে	ফলন বেশী
২	৯.১২৫	বারি এর নিজস্ব	টিসিআরসি, বারি, গাজীপুর	৯৫	৪২.৯	CS, CW সামান্য	খাবার আলু	৬টি পক্ষে বিপক্ষে নেই	ফলন বেশী
৩	Flamenco	নেদারল্যান্ড	HZPC কোম্পানী, M/S Blue-moon	৯৫	৩৮.৭	CS, CW সামান্য PLRV-25.5% LB-2.82%	খাবার আলু	৬টি পক্ষে বিপক্ষে নেই	রোগ ও পোকামাকড়ের আক্রমণ বেশী

			International						
৪	Folva	ডেনমার্ক	DANESPO কোম্পানী Giant Agro Processing Limited	৯৫	৩৭.২	CS, CW সামান্য PLRV-11.66%	খাবার আলু	৫টি পক্ষে ১টি বিপক্ষে	ফলন বেশী
৫	Gorgina	নেদারল্যান্ড	Den Hartigh BV কোম্পানী, M/S Farm Fresh Enterprises	৯৫	৩৭.০	CS, CW সামান্য PLRV-15%	খাবার আলু	৬টি পক্ষে বিপক্ষে নেই	ফলন বেশী এবং টিউবারের আকার আকৃতি সুসম
৬	Kufri Jyoti	ইন্ডিয়া	CPRI, India কোম্পানী, Omni Seeds Limited	৯৫	৩২.৫	CS-6.38% CW-5.86% PLRV-34.4%	খাবার আলু	১টি পক্ষে ৫টি বিপক্ষে	ফলন কম ও রোগপোকার আক্রমন বেশী
৭	Pamela	ফ্রান্স	GERMICOPA , Global Agro Resources Incorporation	৯৫	৩৬.৯	CS-12% CW-4% PLRV-15%	খাবার আলু	৪টি পক্ষে ২টি বিপক্ষে	ফলন বেশী ও আর্কষনীয় রং
৮	Rosagold	নেদারল্যান্ড	AGRICO কোম্পানী, A.R.Malik Company (Pvt) Ltd.	৯৫	৩২.৭	CS- 10% CW, SR সামান্য	খাবার আলু	৪টি পক্ষে ২টি বিপক্ষে	রোগ পোকার আক্রমন কম
৯	Atlanatic	আমেরিকা	Lake Jasper PTY Ltd., M/S Farm Fresh Enterprises	৯৫	৩৩.৫	CS,CW সামান্য PLRV-15%	প্রক্রিয়া-জাতকরণ	৫টি পক্ষে ১টি বিপক্ষে	ফলন বেশী এবং টিউবারের আকার আকৃতি সুসম
১০	Crips 4 all	নেদারল্যান্ড	HZPC কোম্পানী, M/S Blue-moon International	৯৫	২৫.৩	CS, CW, SR, বেশী PLRV 3.88%	প্রক্রিয়া-জাতকরণ	১টি পক্ষে ৫টি বিপক্ষে	ফলন কম ও রোগপোকার আক্রমন বেশী
১১	Destiny	নেদারল্যান্ড	AGRICO কোম্পানী, A.R.Malik Company(Pvt.) Ltd.	৯৫	৩১.৯	CS, CW, SR, সামান্য PLRV 23%	প্রক্রিয়া-জাতকরণ	৪টি পক্ষে ২টি বিপক্ষে	রোগবালাই এর আক্রমন কম
১২	Dolly	ফ্রান্স	GERMICOPA কোম্পানী, Global Agro Resources Incorporation	৯৫	২৯.৪	CS, CW, SR, সামান্য PLRV 6.6%	প্রক্রিয়া-জাতকরণ	৩টি পক্ষে ৩টি বিপক্ষে	ফলন কম, রোগবালাই এর আক্রমন কম

N.B-LB= Late, Blight, CS = Common scab, CW=Cut Worm, SR= Stem Rot, PLRV=Potato Leaf Roll Virus

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র উল্লিখিত জাত গুলোর যাচাই বাছাই ও প্রস্তাবনার সমস্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে বলে, আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর আলুর ১২টি প্রস্তাবিত জাতের বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্রের পরিচালককে অনুরোধ করেন। পরিচলকের পক্ষে ড. বিমল চন্দ্র কুন্ডু, পিএসও, বিএআরআই, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে সংক্ষেপে প্রস্তাবিত জাত গুলো সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য উপস্থাপন করেন। তিনি প্রস্তাবিত জাত ৯.১১২ সম্পর্কে বলেন যে, এ জাতটি উচ্চ সংরক্ষণ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং উচ্চ সুপ্ততা (Dormency) ক্ষমতা সম্পন্ন, এ কারণে স্প্রাউটিং ধীরে হয় তাই রপ্তানী উপযোগী। তিনি প্রস্তাবিত জাত ৯.১২৫ সম্পর্কে বলেন যে, এ জাতটি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও চিপস এর জন্য উত্তম। তিনি অন্যান্য প্রস্তাবিত জাতগুলোরও সচিত্র তথ্য উপস্থাপন করেন। সভায় উপস্থিত

সদস্যগণ ১২ টি প্রস্তাবিত আলুর জাতের পক্ষে ও বিপক্ষে বিভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেন। ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর বলেন যে সমস্ত জাতের মধ্যে PLRV সহ অন্যান্য রোগ ও পোকার আক্রমন বেশী সে সমস্ত জাত ছাড়করণ সঠিক হবে না। ড. মো: আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক ও প্রধান, কৌলিতত্ব ও উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ,বাকৃবি, ময়মনসিংহ বলেন যে, ফলাফল সীটে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত জাতের রোগ বালাইয়ের উল্লেখ আছে, কিন্তু চেক জাতের ক্ষেত্রে উহার উল্লেখ নেই, যাহা উল্লেখ থাকা বাঞ্চনীয়। পরবর্তীতে ফলাফল সংকলনের সময় বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানান। নির্বাচিত জাত গুলোতে পুষ্টির গুনাগুন বিশ্লেষনের বিষয়ে আলোচনা হয়,পুষ্টির গুনাগুন বিশ্লেষনের ব্যাপারে কোন সুযোগ নেই বলে টিসিআরসির পক্ষ থেকে জানান হয়। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), রাজশাহী অঞ্চলে ৯.১২৫ জাতটির ফলন কম হওয়ার ব্যাপারে জানতে চাইলে ড. মো: জাহাঙ্গীর হোসেন, পরিচালক, টিসিআরসি, বারি বলেন যে, ম্যানেজমেন্ট এর দূর্বলতার কারণে এমনটি হয়েছে। সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ববিদ, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় বলেন, কার্যবিবরণীতে জাতটির উৎস এবং কোন কোম্পানী জাতটি আমদানী করেছে তা উল্লেখ থাকা উচিত। তিনি আরো বলেন মূল্যায়ন সীটে চেকের চেয়ে ফলন শতকরা কত ভাগ বেশী হয়েছে তা উল্লেখ করলেও ভাল হয়। এফ, আর মালিক, বিএসএ প্রতিনিধি বলেন, জাত ছাড়করণের সময় শুধু ফলন বেশী বা কম বিবেচনা না করে অন্যান্য গুনাগুন যেমন- Dry matter content, Starch content ইত্যাদি বিবেচনায় আনা উচিত। রংপুর অঞ্চলে মাঠ মুল্যায়ন দল ৪টি জাতের ব্যাপারে পুন: ট্রায়ালের সুপারিশ করেছেন। এ প্রসংসে সৈয়দ কামরুল হক, সহকারী বীজতত্ববিদ, বলেন আলুর ক্ষেত্রে পুন: ট্রায়ালের কোন সুযোগ নেই তাই এ ধরনের মন্তব্য না লেখাই উত্তম। সভায় অন্যান্য প্রস্তাবিত জাতগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত: ১ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র কর্তৃক প্রস্তাবিত আলুর ১২টি জাতের মধ্যে ৯.১১২, ৯.১২৫, Folva, Gorgina, Pamela, Rosagold, Atlantic, এবং Destiny যথাক্রমে বারি আলু-৬২, বারি আলু-৬৩, বারি আলু-৬৪, বারি আলু-৬৫, বারি আলু-৬৬, বারি আলু-৬৭, বারি আলু-৬৮, এবং বারি আলু-৬৯ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের নিমিত্তে ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো।

সিদ্ধান্ত: ২ ফলন কম, রোগ পোকামাকড়ের আক্রমন বেশী থাকায় Flamenco, Kufri Jyoti, Crips 4 all এবং Dolly জাতগুলোর ছাড়করণের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হলো না।

আলোচ্য বিষয় ৩: বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ১টি ধানের কৌলিক সারি ক) BR-7671-37-2-2-3-7 এবং বিনা কর্তৃক ১টি ধানের কৌলিক সারি খ) RM (2)-40(c)-1-1-10 যথাক্রমে ব্রি ধান ৭৪ এবং বিনা ধান ১৮ হিসাবে বোরো মৌসুমের জন্য ছাড়করণ)

উপপরিচালক (ভিটি), ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের ১টি কৌলিক সারি ও বিনা এর ১টি কৌলিক সারির মাঠ ট্রায়ালের নিম্নবর্ণিত ফলাফল সমস্ত সদস্যবৃন্দের সামনে উপস্থাপন করেন।

ক) **BR-7671-37-2-2-3-7** (প্রস্তাবিত জাত ব্রি ধান ৭৪) ঃ ব্রি এর বর্ণনামতে প্রস্তাবিত কৌলিক সারিটি IR68144 এর সাথে ব্রি ধান ২৯ এর সংকরায়ণ করে বংশানুক্রম সিলেকশন (Pedigree selection) এর মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়। এ জাতটি বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযুক্ত। এ জাতের প্রধান বৈশিষ্ট্য জিংক সমৃদ্ধ । প্রতি কেজি চালে ২৪.২ মি: গ্রা: জিংক রয়েছে যা প্রচলিত অন্যান্য জাতের চেয়ে ৮.২ মি: গ্রাম/কেজি বেশী। এ জাতের জীবনকাল ১৪৭ দিন। ১০০০ টি পুষ্ট ধানের ওজন

প্রায় ২৭.৭ গ্রাম। চালের আকার আকৃতি মাঝারী মোটা এবং রং সাদা। এ জাতের রোগ বালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণ প্রচলিত জাতের চেয়ে অনেক কম হয় । উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে এ জাত এর ফলন হেক্টরে ৭.১ টন থেকে ৮.৩ টন পর্যন্ত পাওয়া যায়।

উক্ত জাতটি ২০১৪-১৫ বোরো মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, রাজশাহী ও রংপুর ৭টি অঞ্চলের ১১টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ১০টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ১টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত বিনা ধান ১০ থেকে ৩টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর প্রস্তাবিত ধানের জাতটির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. পার্থ সারথী বিশ্বাস, পিএসও, ব্রি, পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে জাতটি সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন এই জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান ৬৪ এর চেয়ে ৩-৪ দিন আগাম, জিংক সমৃদ্ধ এবং ফলন বেশী। তিনি আরো বলেন এ জাতের গ্রেইন কোয়ালিটি ব্রি ধান ৬৪ এর চেয়ে ভাল, ভাত ঝরঝরে এবং ব্লাষ্ট রোগ প্রতিরোধী। তাই জাতটি ছাড়করণ এর জন্য অনুরোধ জানান। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি জানতে চান ইতোমধ্যেই জিংক সমৃদ্ধ জাত ব্রি ধান ৬৪ ছাড়করণ করা হয়েছে। তাই প্রস্তাবিত জাতটির প্রয়োজন আছে কিনা। উত্তরে ড. মো: আনসার আলী, পরিচালক (গবেষণা), ব্রি বলেন এ জাতটির সবচেয়ে বড় গুন হলো ব্লাষ্ট প্রতিরোধী এবং গ্রেইন কোয়ালিটি ভাল তাই এটি ছাড়করণ করা যেতে পারে। ড. মো: আনোয়ার হোসেন, সহযোগী অধ্যাপক, বিএইউ, ময়মনসিংহ বলেন যে, রোগপ্রতিরোধী বিধায় জাত ছাড় করা যেতে পারে। ড. মো: আজিজ জিলানী চৌধুরী, সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি বলেন যে, ব্রি ধান ৬৪ এর বিকল্প হিসেবে এ জাতটি ছাড় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত- BR-7671-37-2-2-3-7 কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে ব্রি ধান৭৪ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

খ) RM (2)-40(c)-1-1-10 (প্রস্তাবিত জাত বিনা ধান ১৮):

বিনা এর বর্ণনামতে ব্রিধান-২৯ এর বীজে কার্বন অয়ন রশ্মি প্রয়োগ করে এর কৌলিক বৈশিষ্ট্যে স্থায়ী পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে। এ জাতটি বোরো মৌসুমে চাষাবাদের উপযুক্ত। চাল লম্বা ও মাঝারী মোটা । পূর্ন গাছের গড় উচ্চতা ১০০ সে. মি. । এ জাতের জীবনকাল ১৪৮-১৫৩ দিন। ১০০০টি পুষ্ট ধানের ওজন ২৬.৫ গ্রাম। ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে জীবনকাল ১৩-১৫ দিন কম এবং ফলন হেক্টর প্রতি ৭.২৫ টন/হে. বেশী ও সর্ব্বোচ্চ ফলন ১০টন/হে.।

উক্ত জাতটি ২০১৪-১৫ বোরো মৌসুমে ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর ৫টি অঞ্চলের ১২টি স্থানে ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা হয়। ৮টি স্থানে জাতটিকে ছাড়করণের পক্ষে এবং ৪টি স্থানে বিপক্ষে মাঠ মূল্যায়ন দল কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে। বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর কন্ট্রোল ফার্মে পর পর দুই বছর ডিইউএস টেষ্ট (DUS Test) সম্পাদন করা হয়েছে এবং প্রস্তাবিত জাতটিতে চেক জাত ব্রি ধান ২৯ থেকে ৭টি বৈশিষ্ট্যে স্বাতন্ত্রতা পাওয়া গিয়েছে।

আলোচনার শুরুতে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর প্রস্তাবিত ধানের জাতটির বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপনের জন্য বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিনিধিকে অনুরোধ করেন। ড. মো: আবুল কালাম আযাদ, পিএসও, বিনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে জাতটি সম্পর্কে উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন এই জাতটির জীবনকাল ব্রি ধান ২৯ এর চেয়ে আগাম এবং ফলন বেশী তাই ছাড়করণ করা যেতে পারে। নির্বাহী চেয়ারম্যান, বুড়িচং কুমিল্লা ষ্টেশনে বিপক্ষে মতামত এর কারণ জানতে

চাইলে উত্তরে জনাব শামসুদ্দিন আহমদ, আর এস সিও, চট্টগ্রাম বলেন যে, প্রচন্ড শিলা বৃষ্টির কারণে ফলন কম হয়েছে এ জন্য বিপক্ষে মতামত দেয়া হয়। নির্বাহী চেয়ারম্যান মাগুরায় বিপক্ষে মতামত এর কারণ জানতে চাইলে উত্তরে জনাব বুদ্ধদেব সেন, আর এস সিও (ভারপ্রাপ্ত) বলেন যে, ফলন পার্থক্য উল্লেখযোগ্য নয় এ জন্য বিপক্ষে মতামত দেয়া হয়। ড. তমাল লতা আদিত্য, সিএসও জানতে চান চেক জাত ব্রি ধান২৯ থেকে এই জাত চেনার উপায় কি? উত্তরে পিএসও, বিনা জানান যে, দানার আকার আকৃতি দেখে সহজেই আলাদা করা যায়। এ প্রসঙ্গে ড.মো: জাকির হোসেন উপপরিচালক (সীড রেগুলেশন) বলেন, জীবন কাল পার্থক্যের মাধ্যমেও জাতটি চেনা যাবে। ডিএই প্রতিনিধি কৃষিবিদ মো: আবদুল লতিফ, অতিরিক্ত পরিচালক (উপকরণ) বলেন যে, ব্রি ধান২৯ এর বিকল্প জাত হিসেবে ছাড় করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত- RM (2)-40(c)-1-1-10 কৌলিক সারিটি বোরো মৌসুমে বিনা ধান ১৮ হিসেবে সারাদেশে চাষাবাদের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে ছাড়করণের সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয় ৪: হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধনী পদ্ধতি অনুমোদন।

বিগত ০১/০৮/২০১১ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত কারিগরী কমিটি জাতীয় বীজ বোর্ডের ৬৭তম সভায় হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ পদ্ধতি সংশোধনের জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি উপকমিটি গঠন করা হয়।

১।	সদস্য পরিচালক (শস্য), বিএআরসি, ঢাকা	আহবায়ক
২।	গবেষণা পরিচালক, ব্রি, গাজীপুর	সদস্য
৩।	উপ-পরিচালক (ভিটি), বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৪।	উপ-পরিচালক, খামার অর্থনীতি, সরেজমিন উইং, ডিএই, খামারবাড়ী, ঢাকা	সদস্য
৫।	সভাপতি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য

উক্ত উপ-কমিটি ১৩/০২/২০১২ খ্রি: তারিখে ১ম সভা করে ১টি প্রতিবেদন দাখিল করেন, যা ১৭/০৯/২০১২ তারিখে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৭৮তম সভায় অধিকতর সংশোধন পূর্বক পুনরায় দাখিলের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। সেই মোতাবেক উক্ত উপকমিটি ২০/০৫/২০১৪ তারিখে বিষয়টি পর্যালোচনা করে একটি সংশোধিত প্রতিবেদন দাখিল করেন। উক্ত প্রতিবেদনটি ১২/০৭/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৫তম সভায় অধিকতর পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কারিগরী কমিটির মাধ্যমে পুনরায় জাতীয় বীজ বোর্ডে দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উপকমিটি উক্ত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ১২/০৮/২০১৫ তারিখে ১টি সভা আহবান করে পদ্ধতিটি পুনরায় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অধিকতর সংশোধন পূর্বক ১টি প্রতিবেদন দাখিল করার পর কারিগরী কমিটির ৮০তম সভার মাধ্যমে জাতীয় বীজ বোর্ডের ৮৬তম সভায় উপস্থাপিত হয়।কিন্তু অধিকতর যাচাই বাছাইয়ের জন্য পূনরায় উপকমিটিকে নির্দেশ দেন।। ফলে উপকমিটি ১১/১০/১৫ তারিখে একটি সভার মাধ্যমে অধিকতর যাচাই বাছাই করে একটি প্রতিবেদন দাখিল করেন। ড. মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশণ) উপস্থিত সকল সদস্যবৃন্দের সামনে প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনার পর সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করেন ও প্রতিবেদনটি জাতীয় বীজ বোর্ডে প্রেরন করার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত : **হাইব্রিড ধানের জাত মূল্যায়ন ও নিবন্ধিকরণ সংশোধনী পদ্ধতি অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডে সুপারিশ করা হয়।**

আলোচ্য বিষয় ৫: বিবিধ:

ড. মো: জাকির হোসেন, উপপরিচালক (সীড রেগুলেশন) বলেন যে, কারিগরী কমিটির ৭৪তম সভায় ভিত্তি-১ থেকে ভিত্তি -২ ধান বীজ উৎপাদন ও বাজার জাতকরণের বিষয়ে একটি উপ কমিটি নিম্নবর্নিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয়।

১।	পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর	আহবায়ক
২।	মহাব্যবস্থাপক(বীজ), বিএডিসি, ঢাকা	সদস্য
৪।	সিএসটি, বীজ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়, ঢাকা	সদস্য
৫।	সংশ্লিষ্ট ফসলের একজন প্রজননবিদ	সদস্য
৬।	মো: শাহজাহান আলী, উপদেষ্টা, পেট্রোকেম বাংলাদেশ লি:	সদস্য
৭।	জনাব মো: মাসুম, চেয়ারম্যান সুপ্রিম সীড কোং লি:	সদস্য
৮।	পিএফসিও, (বর্তমানে উপপরিচালক (সীড রেগুলেশন) বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য সচিব

উপরোক্ত উপকমিটি বিগত ২৫/০৫/২০১৫ তারিখে একটি সভা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন তা সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়। এফ, আর মালিক, প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন সভাকে অবগত করেন যে, ভিত্তি বীজের ০২ (দুই) কেজি প্যাকেটের ট্যাগ এসসিএ কর্তৃপক্ষ যেন সরবরাহ না করেন । এ ব্যাপারে আলোচনা শেষে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

<u>সিদ্ধান্ত:</u>

সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর জাতীয় বীজ বোর্ডে উপকমিটি কর্তৃক সুপারিশ সমুহ অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১) দেশের কৃষক তথা জনস্বার্থ বিবেচনায় কমিটি ভিত্তি ১ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও বিপনন নিরুউৎসাহিত করার সুপারিশ করেন। তবে জরুরী প্রয়োজনে নির্দিষ্ট জাতের প্রজনন বীজের অপ্রতুলতা সাপেক্ষে ভিত্তি ১ থেকে ভিত্তি শ্রেণীর ধান বীজ উৎপাদন করা যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে ভিত্তি ১ শ্রেণীর বীজের মান যেন অবশ্যই প্রজনন বীজ (Breeder Seed) এর মান সম্পন্ন হয়। তবে উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর নিকট ভিত্তি ১ বীজ উৎপাদনের জন্য প্রাক আবেদন করতে হবে এবং এক্ষেত্রে ভিত্তি ১ বীজের প্রত্যয়ন ট্যাগ সংগ্রহ করতে হবে।

২) যেহেতু ভিত্তি ১ থেকে ভিত্তি বীজ উৎপাদন ও বিপনন নিরুউৎসাহিত করা হয়েছে সেক্ষেত্রে প্রত্যায়িত বীজ (Certified Seed) কৃষক পর্যায়ে বিপননের লক্ষ্যে সরকারী - বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদনের ক্ষেত্রে মান উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের উপর বিশেষ নজর দিতে হবে।

৩) প্রজনন বীজ (Breeder Seed) থেকে ভিত্তি ১ শ্রেণীর ধান বীজ সরকারী বা বেসরকারী বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামারে উৎপাদন করতে পারবে। কোন ভাবেই চুক্তিবদ্ধ কৃষক (Contract Farmer) এর মাঠে উৎপাদন করা যাবে না।

৪) সুনির্দিষ্ট কিছু শর্ত পূরণ সাপেক্ষে কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রজনন বীজ থেকে ভিত্তি ১ এবং ভিত্তি ১ থেকে ভিত্তি শ্রেণীর ধান বীজ উৎপাদনের সুযোগ দেয়া যেতে পারে। শর্ত গুলো হলো (ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব বীজ উৎপাদন খামার থাকতে হবে। (খ) প্রশিক্ষিত কারিগরী (Technical manpower) জনবল থাকতে হবে। (গ) উৎপাদনকারী

প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ সুবিধা থাকতে হবে। (ঘ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব Research & Development Programme থাকতে হবে।

খ) ইনব্রিড দানা ফসলের মুল্যায়ন ও চেক জাত নির্ধারণের গাইড লাইন অনুমোদন।

গত কারিগরী কমিটির ৮০তম সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ইনব্রিড দানা ফসলের মুল্যায়ন ও চেক জাত নির্ধারণের গাইড লাইন তৈরীর ব্যাপারে একটি উপকমিটি নিম্নবর্ণিত ৫ জন সদস্যকে নিয়ে গঠন করা হয়।

১) পরিচালক (গবেষণা) বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট, গাজীপুর	আহবায়ক
২) প্রতিনিধি, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী, গাজীপুর	সদস্য
৩) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরমানু কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ	সদস্য
৪) প্রতিনিধি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমাব, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর	সদস্য
৫) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ সীড এসোসিয়েশন, ঢাকা	সদস্য

উল্লেখিত উপকমিটি বিগত ০৫/১০/১৫ খ্রিঃ তারিখ একটি সভা করে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা উপ পরিচালক (ভিটি) সকল সদস্যগনের সম্মুখে উপস্থাপন করেন। এ ব্যাপারে ড. মোঃ আনসার আলী, পরিচালক (গবেষণা),ব্রি, গাজীপুর জানান যে, PVT ট্রায়াল স্ব স্ব নার্স প্রতিষ্ঠান বাস্তবায়ন করবেন বা এসসিএ বাস্তবায়ন করবেন তার একটি সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। এসসিএ ট্রায়াল বাস্তবায়নে সক্ষম কিনা জানতে চাওয়া হলে পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী বলেন যে, প্রতি জেলায় বর্তমানে বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর যথেষ্ট জনবল থাকায় PVT ট্রায়াল বাস্তবায়ন করা এসসিএ এর পক্ষে সম্ভব। নির্বাহী চেয়ারম্যান ও সভাপতি কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড বলেন যে, উপ কমিটি কর্তৃক আরো অধিকতর যাচাই বাছাই পূর্বক একটি পূনাঙ্গ গাইড লাইন তৈরী করা প্রয়োজন।

সিদ্ধান্তঃ

ইনব্রিড দানা ফসলের মুল্যায়ন ও চেক জাত নির্ধারণের গাইড লাইন তৈরীর উপ কমিটি কর্তৃক আরো অধিকতর যাচাই বাছাই পূর্বক একটি পূর্নাঙ্গ গাইড লাইন তৈরী করে পরবর্তী সভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

২৯/১০/২০১৫
(মোঃ সোলায়মান আলী)
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সী
গাজীপুর
ও
সদস্য সচিব
কারিগরী কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
ফোনঃ ৯২৬২৪৪৭

২৯/১০/২০১৫
ড. আবুল কালাম আযাদ
নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিএআরসি
ফার্মগেট, ঢাকা
ও
চেয়ারম্যান
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড